মসজিদ এবং ঈদগাহে মহিলাদের নামায

মাওলানা রেজাউল কারীম আবরার

মসজিদ এবং ইদগাহে মহিলাদের নামায

মসজিদ এবং ঈদগাহে আসার মাসয়ালা জায়েয না-জায়েযের নয়। বরং বিষয় হলো, মহিলাদের জন্য আসা উত্তম নাকি ঘরে পড়া উত্তম? তাদেরকে কি মসজিদে আসার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হবে, নাকি ঘরে নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হবে? শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনটি উত্তম? খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে মসজিদে আসার অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও কোনটিকে পছন্দ করতেন? মসজিদে এসে নামায পড়ার ব্যাপারে নাকি ঘরে নামায পড়ার ব্যাপারে? এ সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে যদি নিরীক্ষা করা হয় তাহলে এ কথা স্পষ্ট যে, রাসূলের যুগে মহিলাদের মসজিদে আসার অনুমতি ছিল। কিন্তু তিনি মহিলাদেরকে উত্তম বলেছেন যতটুকু সম্ভব একা নির্জনে নামায পড়াকে।

৪৬৪. ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

صَلَاةُ الْمَرْءَةِ فِيْ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ بَيْتِهَا.

অর্থাৎ মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়া থেকে উত্তম। আর ঘরের ছোট কুঠিরে নামায পড়া ঘরে নামায পড়া থেকে উত্তম।[৫৮২]

৪৬৫. উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

صَلَاةُ الْمَرْءَةِ فِيْ بَيْتِهَا خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِيْ دَارِهَا خَيْرٌ مِّنْ صَلَاتِهَا فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِهَا.

অর্থাৎ মহিলাদের জন্য নিজের ছোট কুঠিরে নামায পড়া বড় কামরায় নামায পড়া থেকে উত্তম। আর ঘরের বারান্দায় নামায পড়া মহল্লার মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম।[৫৮৩]

---

৫৮২. আবু দাউদ,হাদিস নং ৫৭০, হাকেম 'মুসতাদরাকে' হাদিসকে বুখারি, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহিহ বলেছেন। ইমাম জাহাবিও এমনটি বলেছেন।

৫৮৩. আল মু'জামুল আওসাত, হাদিস নং ৯১০১

৪৬৬. উম্মে হুমায়দ সাইদিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সঙ্গে নামায পড়তে চাচ্ছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমার সঙ্গে নামায পড়তে চাচ্ছ! অথচ তোমার ছোট কুঠিরে নামায পড়া বড় কামরায় নামায পড়া থেকে উত্তম। বারান্দায় নামায পড়া মহল্লার মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম। মহল্লার মসজিদে নামায পড়া জামে মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম।[৫৮৪]

৪৬৭. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত-

مَاصَلَّتْ اِمْرَاَةٌ مِنْ صَلَاةٍ اَحَبَّ اِلَى اللهِ مِنْ اَشَدِّ مَكَانٍ فِيْ بَيْتِهَا ظُلْمَتْ

মহিলাদের জন্য ঘরের অন্ধকারে নামায পড়া আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়।[৫৮৫]

৪৬৮. ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَلْمَرْءَةُ عَوْرَةٌ، وَاَنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ ، اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَاَنَّهَا اَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ إِلَى اللهِ وَهِيَ فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا.

অর্থাৎ- মহিলা পর্দাকৃত থাকার বস্তু। সে যখন বের হয়, শয়তান তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকে। যখন সে ঘরের অভ্যন্তরে থাকে, তখন আল্লাহর অধিক কাছাকাছি থাকে।[৫৮৬]

৪৬৯. উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ

'ঘরের ভেতর হলো নারীদের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ'।[৫৮৭]

৪৭০. ইয়াহইয়া বিন সাইদ উমর পত্নী আতেকা বিনতে জায়দ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উমরের (রা.) কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তিনি চুপ থাকলেন।

---

৫৮৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৭০৯, আল্লামা হাইছামি বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আসওয়াদ আনসারী ছাড়া বর্ণনাকারী সবাই বুখারির বর্ণনাকারী। তাকে ইমাম ইবনে হিব্বান ছিকাহ বলেছেন।

৫৮৫. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদিস নং ২১১৫

৫৮৬. আল মু'জামুল কাবীর, তাবারানি, হাদিস নং ৯৩৬৮

৫৮৭. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদিস নং ২১০৫

আতেকা বললেন-

وَاللّٰهُ لَاَخْرُجَنَّ اِلَّا اَنْ تَمْنَعَنِیْ

আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই মসজিদে যাবো যদি আপনি নিষেধ না করেন। কিন্তু উমর (রা.) নিষেধ করেননি।[৫৮৮]

তিনি নিষেধ এজন্য করেননি যে, হাদিসে অনুমতি রয়েছে। কিন্তু অপছন্দ করতেন। আতিকার বিয়ে পরে জুবায়ের (রা.) এর সঙ্গে হয়েছে। এ ব্যাপারে যখন তিনি শর্ত লাগালেন, তখন তিনি বাহানা করলেন যে, এশার সময় তিনি রাস্তায় লুকিয়ে থাকলেন। আতিকা যখন অতিক্রম করলেন, তখন কোমরের উপর আঘাত করলেন। আতিকা ঘরে এসে বলতে লাগলেন, মানুষ বিগড়ে গেছে। এরপর আর বের হননি।[৫৮৯]

এ সমস্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল, মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম। আর যে আমল উত্তম সেটি অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে থাকে। রাসূলের মহব্বত এবং ভালোবাসার দাবি হলো, উত্তম পন্থায় আমল করা জায়েজের ওপর আমল করা থেকে অধিক শ্রেয়। যে সমস্ত রেওয়ায়েতে মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত এবং জুমা ও ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ জায়েজ বোঝা যায়, সে সমস্ত বর্ণনায় শব্দ এবং শৈলী থেকে বোঝা যায়, মসজিদ এবং ঈদগাহে উপস্থিতি মুতলাকভাবে নয়, বরং কিছু শর্ত সাপেক্ষে। অনুমতি দেওয়া হয়েছিল মূলত শিক্ষাদানের জন্য। কেননা তখন ধারাবাহিকভাবে ওহী নাযিল হচ্ছিল। পুরুষদেরকে 'সুফফাতে' শরিয়তের আহকামাবলি শেখানোর নিয়ম ছিল, কিন্তু মহিলাদের জন্য এরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আহকামাদি এবং দ্বীনের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য মসজিদে আসা ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি ছিল না। এজন্য তারা মসজিদে এসে রাসূলের আমল দেখতেন তাঁর কথা শুনতেন। এজন্য কোনো কোনো রেওয়ায়েতে ছোট বালিকা, পর্দানশীন মহিলা এবং হায়েজ-নেফাসগ্রস্ত মহিলাকেও ঈদগাহে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়।[৫৯০]

এ রেওয়ায়েত থেকে পরিষ্কার জানা গেল, সে যুগে মহিলারা ঈদগাহে নামাযের উদ্দেশ্যে যেতেন না, বরং শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। কেননা, হায়েজ-নেফাসগ্রস্ত মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার কোনো অর্থ নেই। কেননা এই

---

৫৮৮. মুয়াত্তা মালেক, হাদিস নং ২৭৬

৫৮৯. আওযাজুল মাসালিক ৪/২০৯

৫৯০. তিরমিযি, হাদিস নং ৫৩৯, ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদিসটি হাসান এবং সহিহ।

অবস্থায় তাদের জন্য নামায পড়া জায়েজই নেই। এরপরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূলের যুগে মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমা এবং ঈদে শরীক হত মূলত শিক্ষা-দীক্ষা এবং শরীয়তের আহকামাদী জানার জন্য।

অনুমতির যুগের শর্তাবলি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে মসজিদে আসার অনুমতি দিয়েছেন, তার সঙ্গে কিছু আদাব ও জুড়ে দিয়েছেন। সে সমস্ত সীমারেখা এবং আদাবসমূহের প্রতি লক্ষ রেখে মহিলারা মসজিদে আসত। ইবনে উমরের যে বর্ণনায় মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সে হাদিসের শব্দ হলো-

ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ

'তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও।'[৫৯১]

এই হাদিসের শব্দ إِئْذَنْ তথা অনুমতি দেওয়া থেকে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, মহিলাদের জন্য অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া ঠিক নয়। চাই সেটা ইবাদত এবং আনুগত্যের জন্য হোক। একথাও আছে যে, গায়রে মাহরামের সঙ্গে না আসে। এ রেওয়ায়াত থেকে জানা গেল যে, মসজিদে আসার অনুমতি সেই নামাযের ক্ষেত্রে, যে নামায অন্ধকারে পড়া হয়। কেননা সে সময় পর্দা রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে। এছাড়া মহিলাদের জন্য এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন ঢিলে-ঢালা কাপড় পরে এবং খুশবু ব্যবহার না করে আসে।[৫৯২]

'আত তামহীদের' বর্ণনায় রয়েছে লোক সকল-

وَانْهَوْ نِسَائَكُمْ مِنْ لَبْسِ الزينة والتبختر فى المساجد فان نساء بنى اسرائيل لم يمنعوا الالبس الزينة وتبختر ها فى المساجد.

তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে আসার সময় খুশবু এবং কাপুর পরতে নিষেধ কর, কেননা বনী ইসরাইলের লোকেরা তখন অভিশপ্ত হয়েছে যখন

---

৫৯১. তিরমিযি, হাদিস নং ৫৭০

৫৯২. আবু দাউদ, হাদিস নং ৫৬৫

তাদের মহিলারা মসজিদে টাইট ফিট পোশাক এবং খুশবু ব্যবহার শুরু করল।[৫৯৩]

এ ব্যাপারে এ নির্দেশ ছিল যে, মসজিদ থেকে যেন মহিলারা প্রথমে বের হয়। পরে পুরুষরা বের হবে। মহিলারা পুরুষের পূর্বে সেজদা থেকে মাথা উঠাবে না। কেননা সে সময় অভাবের কারণে পুরুষের নিচের অংশে পোশাক পরিপূর্ণ থাকত না। যাতে সতরের ক্ষেত্রে অসতর্কতা না হয়, এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলারা যেন পুরুষের পূর্বে সিজদা থেকে মাথা না উঠায়।

এ সমস্ত রেওয়ায়াত থেকে জানা গেল, রাসূলের যুগে এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে মহিলারা মসজিদে আসতেন। এছাড়া সে সময় ফেতনা-ফাসাদের ভয় অনেক কম ছিল। কেননা নামাযের সময় অবস্থা এমন হতো যে, সমস্ত মানুষ মসজিদে চলে আসত। এমনকি মুনাফিকরাও নামাযের সময় মসজিদের বাইরে থাকার কল্পনা করতে পারতো না। এজন্য এই ভয় মোটেও ছিল না যে, রাস্তায় বখাটেরা উত্ত্যক্ত করবে।

এখন মহিলাদেরকে মসজিদে আসার অনুমতি দিয়ে কি এ সমস্ত শর্ত রক্ষার কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে? রাস্তাকে কি রাসূলের যুগের মতো নিরাপদ বানানো যাবে? যখন রাসূলের যুগের কিছুদিন পর অবস্থা এমন পাল্টে গিয়েছিল যে, বড় বড় সাহাবিরাও মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করতেন তাহলে বর্তমানে ফেতনা দূর করার কী উপায়?

৪৭১. আয়েশা (রা.) নিজে মহিলাদের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তিনি মহিলাদেরকে মসজিদে আসার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলেন-

لَوْ أَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعْنَ. قَالَتْ: نَعَمْ

অর্থাৎ আজ মহিলাদের যে অবস্থা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দেখতেন তাহলে মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন যেমনভাবে নিষেধ করা হয়েছিল বনি ইসরাইলের মহিলাদেরকে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি উমরাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি নিষেধ করেছিলেন? বললেন, হ্যাঁ করেছেন।[৫৯৪]

---

৫৯৩. ফাতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম ২/২১৫
৫৯৪. মুসলিম, হাদিস নং ৪৪৫

৪৭২. আবু আমর শায়বানি থেকে বর্ণিত, তিনি ইবনে মাসউদকে (রা.) দেখেছেন -

يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقُولُ اُخْرُجْنَ اِلَى بُيُوتِكُنَّ، خَيْرٌ لَكُنَّ

জুমার দিনে তিনি মহিলাদের মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে বললেন, তোমরা ঘরে চলে যাও। সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম।[৫৯৫]

খোদ ইবনে উমর (রা.), তিরমিযির রেওয়ায়েতে যিনি মহিলাদেরকে রাতে মসজিদে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন, তিনি নিজের মেয়ের ব্যাপারে বললেন, আমি তাকে মসজিদে পাঠাবো না। অন্যথায় এটাকে ফেতনার কারণ বানানো হবে। তার থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত যে, তিনি তার স্ত্রী, ঘরের মহিলাদেরকে ঈদগাহে পাঠাতেন না।[৫৯৬]

মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববিতে মহিলাদের নামায

যে সমস্ত রেওয়ায়েতে মহিলাদের মসজিদে আসার অনুমতি রয়েছে, সেগুলো মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববির সঙ্গে নির্দিষ্ট। কেননা, রাসূলের যুগে মসজিদে নববি ছাড়া নতুন আরও মসজিদ ছিল। মদিনার অন্যান্য মসজিদে একেবারে কমই যেত।

রাসূলের যুগে মহিলারা তিন কারণে মসজিদে আসতেন।

- নবীর সুন্নতের ইলম অর্জনের জন্য।
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভের জন্য।
- জায়গার বরকত লাভের জন্য।

মসজিদে হারামে আসতেন দুই কারণে। আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার জন্য। জায়গার বরকত লাভের জন্য।

মসজিদুল হারামের দুটি কারণ আজও পাওয়া যায়। মসজিদে নববিতে প্রথম কারণ নেই। কেননা দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়ে গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হয়েছে। তবে জায়গার বরকত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

---

৫৯৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস নং ২১১৯, আল্লামা হাইছামি বলেন, হাদিসটি ইমাম তাবারানি 'আল মু'জামুল কাবিরে' রেওয়ায়েত করেছেন, বর্ণনাকারী সবাই বিশ্বস্ত এবং গ্রহণযোগ্য।

৫৯৬. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদিস নং ৫৮৪৫, শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা দা. বা. তাহকিককৃত।

রওজার জিয়ারতের কারণ আজও বাকি রয়েছে। এজন্য মহিলারা এ দুই মসজিদে যায়। অন্যান্য মসজিদে এ ধরনের কোনো কারণ নেই এজন্য অনুমতি নেই।

৪৭৩. ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত-

مَا صَلَّتْ اِمْرَأَةٌ خَيْرٌ لَّهَا عَنْ قَعْرِ بَيْتِهَا إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوِ الْمَسْجِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ মহিলাদের জন্য ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া থেকে উত্তম কিছু নেই। তবে মসজিদে হারাম এবং নববী হলে ভিন্ন কথা।[৫৯৭]

উল্লিখিত পুরো আলোচনা থেকে জানা গেল, বর্তমান ফেতনার যুগে মহিলাদের মসজিদে আসার অনুমতি দেওয়া যায় না।

---

৫৯৭. আল মু'জামুল কাবির, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদিস নং ২১১৩, হাইছামি বলেন, বর্ণনাকারী সবাই সহিহ হাদিসের বর্ণনাকারী।